প্রসপেক্টাস

উচ্চমাধ্যমিক

(একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি)

ব্যবসায় শিক্ষা ও বিজ্ঞান গ্রুপ

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৫-২০২৬

College Code : 1375 | EIIN : 108207

ঢাকা কমার্স কলেজ

DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ফোন: +৮৮-০২-৪৮০৩৩৯০৩, ৪৮০৩৬৯৪২, ৪৮০৩৭৩৫৭

www.dcc.edu.bd dhaka commerce college

cdhakacommercecollege@yahoo.com

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

বাংলাদেশ
মডেল কলেজ প্রকল্প

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক Key Performance Indicators (KPI)-এর ভিত্তিতে ঢাকা কমার্স কলেজ-কে প্রাক-মডেল কলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হলো। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

১৩ই আশ্বিন ১৪২৬
২৮শে সেপ্টেম্বর ২০১৯

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সেরা বেসরকারি কলেজের সনদপত্র

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে–
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

কলেজ সংগীত

ঢাকা কমার্স কলেজ
আমরা একটি জাগ্রত পরিবার,
শিক্ষাঙ্গনে জ্বালবো প্রদীপ
এই আমাদের অঙ্গীকার ॥
শিক্ষাঙ্গনে ভরে গেছে পশ্চাদপদ বিশ্বাস
মুক্ত করে হব একদিন প্রদীপ্ত ইতিহাস
দেশের জন্য
জাতির জন্যে
গড়বো নতুন অহংকার ॥
শিক্ষার মাঝে ছাত্র-ছাত্রী জীবন গড়তে পারে
জ্বলতে পারে সূর্যের মত নিগূঢ় অন্ধকারে
এই বিশ্বাসে
এই উচ্ছ্বাসে
চলব সামনে দুর্নিবার ॥

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে রাষ্ট্রীয় শপথ

"আমি শপথ করিতেছি যে, মানুষের সেবায় সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখিব। দেশের প্রতি অনুগত থাকিব। দেশের একতা ও সংহতি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিব। অন্যায় ও দুর্নীতি করিব না এবং অন্যায় ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিব না।
হে মহান আল্লাহ/মহান সৃষ্টিকর্তা আমাকে শক্তি দিন, আমি যেন বাংলাদেশের সেবা করিতে পারি এবং বাংলাদেশকে একটি আদর্শ, বৈষম্যহীন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তুলিতে পারি।
আ-মী-ন।"

আমাদের আদর্শ

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের মৌলিক আদর্শ হলো শিক্ষা, কর্ম ও ধর্ম। অর্থাৎ প্রথমে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, অতঃপর অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কাজ করতে হবে এবং এটাই হবে ধর্ম। কারণ, আমরা মনে করি, জ্ঞানহীন কর্ম এবং কর্মবিমুখ ধর্ম নিরর্থক।

প্রত্যয়

নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ একটি সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত জাতি গঠনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অনাগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থীকে সাফল্যের শিখরে উন্নীত করার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠান বদ্ধপরিকর। শিক্ষার্থীর কর্মময় ভবিষ্যৎ রচিত হোক প্রতিষ্ঠানের সযত্ন পরিচর্যায়।

কলেজ শপথ

আমি সৃষ্টিকর্তার নামে অঙ্গীকার করছি যে, কলেজ ও দেশের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি ঐকান্তিক থাকবো। উত্তম ফল অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলবো। উন্নত চরিত্র গঠনে সচেষ্ট হবো। কলেজের সুনাম বৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যাব। আমি এ সব কিছুই করবো আমার নিজের জন্য, আমার পরিবারের জন্য, আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি সমগ্র মানব জাতির জন্য। মহান স্রষ্টা আমার সহায় হোন। আমীন।

প্রস্তাবনা

ঢাকা কমার্স কলেজ স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার ছোঁয়ায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ একটি বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ কলেজের প্রধান লক্ষ্য বিশ্বায়ন ও একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাত্ত্বিক শিক্ষাকে বাস্তবতার সাথে সমন্বয় করে পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে Academic Calendar ও Course Plan অনুযায়ী টার্ম পদ্ধতিতে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়। এখানে নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক, মিডটার্ম ও টার্ম পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত সাফল্যের লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয়।

এখানে একজন শিক্ষার্থীকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় সীমাবদ্ধ না রেখে সামগ্রিক বিকাশের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা হয়, যাতে একজন শিক্ষার্থী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ঢাকা কমার্স কলেজে আছে একদল উচ্চশিক্ষিত নিবেদিতপ্রাণ ও কর্মচঞ্চল আদর্শ শিক্ষক। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সংস্পর্শে শিক্ষার্থীরা খুঁজে পায় সঠিক পথের দিশা।

উন্নত শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রায়ই দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষকদের কলেজে আমন্ত্রণের মাধ্যমে শিক্ষা সম্পূরক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম হিসেবে এ কলেজে আনন্দ ভ্রমণ (ইলিশ ভ্রমণ), বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা প্রভৃতি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই তাদের মানস উন্নয়নে সহায়তা পায়।

যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষার পাশাপাশি ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে বিজ্ঞান গ্রুপ চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞান গ্রুপের অনেক শিক্ষার্থী বুয়েট, মেডিকেল ও অন্যান্য স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। স্নাতক পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। পাশাপাশি এখানে BBA প্রফেশনাল ও CSE প্রফেশনাল কোর্স এবং এমবিএ (প্রফেশনাল) সান্ধ্যকালীন প্রোগ্রাম চালু রয়েছে। কলেজটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে ২ বার (১৯৯৬ ও ২০০২ সালে) দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮-এ জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ বেসরকারি কলেজ এবং ঢাকা অঞ্চলের সরকারি-বেসরকারি কলেজের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেছে। এ কলেজ সমগ্র বাংলাদেশে প্রাক মডেল কলেজ হিসেবে নির্বাচিত ৫টি কলেজের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। কলেজের নিজস্ব ভবনে ছাত্রী হোস্টেলের সুবিধা আছে। অদম্য মেধাবী ও অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ডরমেটরির ব্যবস্থা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে নিজস্ব খেলার মাঠ, সুসজ্জিত ব্যায়ামাগার, মেডিকেল সেন্টার ও সুপেয় বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা। সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে রয়েছে সিসি ক্যামেরা এবং প্রশিক্ষিত নিরাপত্তা কর্মী; রয়েছে বায়োমেট্রিক হাজিরা গ্রহণের ব্যবস্থা।

সামগ্রিক বিচারে ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের এমন একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ, যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন ও অর্জিত জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে কর্মক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা এবং সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা।

প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
অধ্যক্ষ
ঢাকা কমার্স কলেজ

গভর্নিং বডি

নাম	নাম
প্রফেসর ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ সভাপতি, গভর্নিং বডি	**প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন** অভিভাবক প্রতিনিধি, গভর্নিং বডি
প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুল আলম বিদ্যোৎসাহী সদস্য, গভর্নিং বডি	**জনাব বি.এম. ফারুক** অভিভাবক প্রতিনিধি, গভর্নিং বডি
জনাব কাজী শামছুন নাহার ফারুকী দাতা সদস্য, গভর্নিং বডি	**জনাব মিনা বেগম মিনি** অভিভাবক প্রতিনিধি, গভর্নিং বডি
প্রফেসর ড. মাসফিকুস সালেহীন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, গভর্নিং বডি	**প্রফেসর মো. ইউনুছ হাওলাদার** শিক্ষক প্রতিনিধি, গভর্নিং বডি
প্রফেসর মোঃ আবু তালেব হিতৈষী সদস্য, গভর্নিং বডি	**জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম** শিক্ষক প্রতিনিধি, গভর্নিং বডি
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নুরুন্নবী বিদ্যোৎসাহী সদস্য, গভর্নিং বডি	**জনাব ফারহানা আক্তার সাদিয়া** শিক্ষক প্রতিনিধি, গভর্নিং বডি
প্রফেসর মোঃ বাহার উল্যা ভূঁইয়া বিদ্যোৎসাহী সদস্য, গভর্নিং বডি	**প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ** সদস্য সচিব/অধ্যক্ষ
প্রফেসর ডাঃ কাজী মোঃ নুর উল ফেরদৌস সদস্য (চিকিৎসক, কো-অপ্টেড), গভর্নিং বডি	

শিক্ষক পরিচিতি

অধ্যক্ষ : প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ
উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন : প্রফেসর আবু নাঈম মো. মোজাম্মেল হোসেন
উপাধ্যক্ষ, অ্যাকাডেমিক : প্রফেসর ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদ

শিক্ষার্থী উপদেষ্টাবৃন্দ

ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ

নাম	কক্ষ নম্বর
প্রফেসর মো. ইউনুছ হাওলাদার হিসাববিজ্ঞান বিভাগ	৩১৫/১
প্রফেসর কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫১৫/১
প্রফেসর সুরাইয়া পারভীন অর্থনীতি বিভাগ	৭০৪/১
জনাব সাজনিন আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক হিসাববিজ্ঞান বিভাগ	২০১/১

বিজ্ঞান গ্রুপ

নাম	কক্ষ নম্বর
প্রফেসর ড. বিষ্ণু পদ বণিক ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ	৩০৬/২
প্রফেসর কামরুন নাহার হিসাববিজ্ঞান বিভাগ	৫০১/২
প্রফেসর মো. মঞ্জুরুল আলম মার্কেটিং বিভাগ	৪০১/২
প্রফেসর শনজিত সাহা মার্কেটিং বিভাগ	৬০১/২

বিভাগীয় শিক্ষক পরিচিতি

বাংলা বিভাগ

১. ড. ইসরাত মেরিন, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. জনাব এস.এম. মেহেদী হাসান, সহযোগী অধ্যাপক
৩. জনাব মো. মশিউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক
৪. জনাব রেজাউল আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক
৫. ড. মীর মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
৬. জনাব পার্থ বাড়ৈ, সহযোগী অধ্যাপক
৭. জনাব মুক্তি রায়, সহকারী অধ্যাপক
৮. জনাব আবুল কাশেম, প্রভাষক
৯. জনাব সোনিয়া আরেফিন, প্রভাষক
১০. জনাব মোস্তাফা কামাল আরিফ, প্রভাষক
১১. জনাব মো. হাশিম রেজা, প্রভাষক

ইংরেজি বিভাগ

১. জনাব খোন্দকার মো. হাদিউজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর সাদিক মো. সেলিম
৩. প্রফেসর মো. মঈনউদ্দিন আহমদ
৪. জনাব শামীম আহসান, সহযোগী অধ্যাপক
৫. জনাব মাকসুদা শিরীন, সহযোগী অধ্যাপক
৬. জনাব মো. মনসুর আলম, সহযোগী অধ্যাপক
৭. জনাব উৎপল কুমার ঘোষ, সহযোগী অধ্যাপক
৮. ড. খায়রুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক
৯. জনাব মো. জাহিদুল কবির, সহযোগী অধ্যাপক
১০. জনাব মোহাম্মদ শফিকুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
১১. জনাব সমীরন পোদ্দার, সহকারী অধ্যাপক
১২. জনাব মো. আনোয়ার হোসেন, সহকারী অধ্যাপক
১৩. জনাব অনুপম বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক
১৪. জনাব মোহাম্মদ জাকারিয়া ফয়সাল, সহকারী অধ্যাপক
১৫. জনাব রত্না খানম, সহকারী অধ্যাপক
১৬. জনাব অঙ্কনী চক্রবর্তী, প্রভাষক (শিক্ষা ছুটি)
১৭. জনাব তুনাজ্জিনা বিন্‌তে মাহবুব, প্রভাষক
১৮. জনাব মো. খালিদ হোসেন, প্রভাষক

ব্যবস্থাপনা বিভাগ

১. জনাব মো. নজরুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর সৈয়দ আবদুর রব
৩. প্রফেসর এস. এম. আলী আজম
৪. প্রফেসর কাজী সায়মা বিন্‌তে ফারুকী, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উ.মা.)
৫. জনাব শামসাদ শাহজাহান, সহযোগী অধ্যাপক
৬. জনাব শামা আহমাদ, সহযোগী অধ্যাপক
৭. জনাব ফারহানা আরজুমান, সহযোগী অধ্যাপক
৮. জনাব তানবীর আহমেদ, সহযোগী অধ্যাপক
৯. জনাব তন্ময় সরকার, সহযোগী অধ্যাপক
১০. জনাব মো. হযরত আলী, সহযোগী অধ্যাপক
১১. জনাব উম্মে সালমা, সহযোগী অধ্যাপক
১২. জনাব সিগমা রহমান, সহযোগী অধ্যাপক (বিবিএ ডেপুটেড)
১৩. জনাব মো. শহীদুল ইসলাম,সহকারী অধ্যাপক
১৪. জনাব ফারজানা রহমান, সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ ডেপুটেড)

হিসাববিজ্ঞান বিভাগ

১. জনাব মাসুদা খানম, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর মুহম্মদ আমিনুল ইসলাম (বিশেষ ছুটি)
৩. প্রফেসর মো. ইউনুছ হাওলাদার, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উ.মা.)
৪. প্রফেসর কামরুন নাহার, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উ.মা.)
৫. প্রফেসর মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন
৬. জনাব সাজনিন আহমদ, সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উ.মা.)
৭. জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম, সহযোগী অধ্যাপক
৮. জনাব এ. বি. এম. মিজানুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক
৯. জনাব নুর মোহাম্মদ শিপন, সহযোগী অধ্যাপক
১০. জনাব মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ, সহযোগী অধ্যাপক
১১. জনাব ফারহানা হাসমত, সহকারী অধ্যাপক
১২. জনাব মো. মাহমুদ হাসান, সহকারী অধ্যাপক
১৩. জনাব শিমুল চন্দ্র দেবনাথ, সহকারী অধ্যাপক
১৪. জনাব আহসান উদ্দিন খান, সহকারী অধ্যাপক
১৫. জনাব মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ ডেপুটেড)

ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ

১. জনাব শারমীন সুলতানা, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর মোহাম্মদ আক্‌তার হোসেন
৩. জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহীম খলিল, সহযোগী অধ্যাপক
৪. জনাব ফারহানা সাত্তার, সহযোগী অধ্যাপক
৫. জনাব মো. মাহফুজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক
৬. জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক (বিবিএ ডেপুটেড)
৭. জনাব ফাহমিদা ইসরাত জাহান, সহযোগী অধ্যাপক
৮. জনাব মো. হাসান আলী, সহযোগী অধ্যাপক
৯. জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক (বিবিএ ডেপুটেড)
১০. জনাব শিরিন আক্তার, সহকারী অধ্যাপক
১১. জনাব শাহিদা শারমীন, সহকারী অধ্যাপক
১২. জনাব মোসাঃ ফরিদা ইয়াছমিন, প্রভাষক (শিক্ষা ছুটি)
১৩. জনাব মো. নাহিদ বিন ছালাম, প্রভাষক

মার্কেটিং বিভাগ

১. প্রফেসর দেওয়ান জোবাইদা নাসরীন, চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম
৩. প্রফেসর শনজিত সাহা, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উ.মা.)
৪. প্রফেসর মো. মঞ্জুরুল আলম, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উ.মা.)
৫. জনাব ফারহানা আক্তার সাদিয়া, সহযোগী অধ্যাপক
৬. জনাব তাসমিনা নাহিদ, সহযোগী অধ্যাপক
৭. জনাব সাবিহা আফসারী, সহকারী অধ্যাপক
৮. জনাব রিফ্‌ফাত শবনম, সহকারী অধ্যাপক
৯. জনাব নূর নাহার, সহকারী অধ্যাপক
১০. জনাব আফজাল, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)
১১. জনাব ইছমাত আরা খাতুন, প্রভাষক (খণ্ডকালীন)

অর্থনীতি বিভাগ

১. জনাব আহমেদ আহসান হাবিব, সহযোগী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর মো. ওয়ালী উল্যাহ্
৩. প্রফেসর সুরাইয়া পারভীন, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উ.মা.)
৪. ড. শবনম নাহিদ স্বাতী, সহযোগী অধ্যাপক
৫. জনাব হাফিজা শারমিন, সহযোগী অধ্যাপক
৬. জনাব সুরাইয়া খাতুন, সহযোগী অধ্যাপক
৭. জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহীল বাকী বিল্লাহ, সহযোগী অধ্যাপক
৮. জনাব নুর-ই-সাবা, প্রভাষক
৯. জনাব মারুফা সুলতানা, প্রভাষক

ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ

১. প্রফেসর ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম শেখ, পরিচালক ও কো-অর্ডিনেটর, অনার্স-মাস্টার্স
২. প্রফেসর ড. বিষ্ণু পদ বণিক, শিক্ষার্থী উপদেষ্টা (উ.মা.)
৩. জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক
৪. জনাব সিগমা রহমান, সহযোগী অধ্যাপক
৫. জনাব ফারজানা রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৬. জনাব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৭. জনাব মোহাম্মদ সাহেদ হোসেন, সহকারী অধ্যাপক
৮. জনাব ফারজানা হক ববি, সহকারী অধ্যাপক
৯. জনাব তাসনুভা শারমিন, সহকারী অধ্যাপক

সিএসই বিভাগ

১. প্রফেসর মো. আবদুর রহমান, চেয়ারম্যান
২. জনাব অনুপম দেবনাথ, সহযোগী অধ্যাপক
৩. জনাব নার্পিস হায়দার, সহকারী অধ্যাপক
৪. জনাব মোহাম্মদ শোয়াইবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৫. জনাব নাজমা আক্তার, সহকারী অধ্যাপক
৬. জনাব সুয়াইবা হক তুরাবী, সহকারী অধ্যাপক
৭. জনাব ফারজানা আক্তার রিপা, সহকারী অধ্যাপক
৮. জনাব মোছাঃ আলেমা খাতুন, সহকারী অধ্যাপক
৯. জনাব সঞ্চয়ন ভট্টাচার্য্য, প্রভাষক
১০. জনাব সায়মা আলম, প্রভাষক
১১. জনাব তাসনিয়া সাদিয়া, প্রভাষক
১২. জনাব আনিকা আক্তার লিমা, প্রভাষক
১৩. জনাব আবে কাউসার, প্রভাষক
১৪. জনাব কাজী মাহমুদুল হাসান, প্রদর্শক

পরিসংখ্যান বিভাগ

১. প্রফেসর মো. আব্দুল খালেক, চেয়ারম্যান
২. প্রফেসর এ.এইচ.এম. সাইদুল হাসান
৩. জনাব মোহাম্মদ রাশিদুজ্জামান খান, সহযোগী অধ্যাপক

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ

১. জনাব মো. আহাদুজ্জামান দিরাজ, সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. জনাব মো. কাইয়ূম রাব্বী, সহকারী অধ্যাপক
৩. জনাব সানজিদা নাসরিন, সহকারী অধ্যাপক
৪. জনাব মো. শামিউল আলম, সহকারী অধ্যাপক
৫. জনাব মো. জাহিদ হাসান, প্রভাষক
৬. জনাব মো. আব্দুল কাদের, প্রভাষক
৭. জনাব মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রভাষক
৮. জনাব শম্ভু নাথ ঘোষ, প্রভাষক
৯. জনাব নীলাঞ্জনা সরকার নীপা, প্রভাষক
১০. জনাব আসিফ জামান শিশির, প্রভাষক
১১. জনাব মোঃ আব্দুস সামাদ, প্রদর্শক
১২. জনাব মোঃ জিয়া উদ্দিন ইকবাল, প্রদর্শক

রসায়ন বিভাগ

১. জনাব শরীফ নিয়াজ, সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. জনাব মো. হাফিজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৩. জনাব মো. মাহফুজুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৪. জনাব মো. সাইফ উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক
৫. জনাব আশরাফুন আজমীরা চৌধুরী, সহকারী অধ্যাপক
৬. জনাব মো. মাহবুব আলম, প্রভাষক
৭. জনাব মো. অলিউল্লাহ, প্রভাষক
৮. জনাব এ.এস.এম আসাদুর রহমান, প্রভাষক
৯. জনাব মো. ওবায়দুল্লাহ, প্রভাষক
১০. জনাব জান্নাতুল ফেরদৌস রাকা, প্রভাষক
১১. জনাব শায়লা সুলতানা, প্রদর্শক

জীববিজ্ঞান বিভাগ

১. ড. সাহেলা আলম, সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান
২. জনাব মো. আল-মামুন, সহকারী অধ্যাপক
৩. জনাব মো. নাজমুল হক, সহকারী অধ্যাপক
৪. জনাব সারোয়াত হুসনা সুমা, সহকারী অধ্যাপক
৫. জনাব শাতিল আরবীয়া, সহকারী অধ্যাপক
৬. জনাব মোহাম্মদ রাকিবুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক
৭. জনাব তানিয়া সুলতানা, প্রভাষক
৮. জনাব এস. এম. হুমায়ূন কবির, প্রভাষক
৯. জনাব সাদিয়া সুলতানা, প্রভাষক
১০. জনাব মোসাম্মৎ মাহমুদা বেগম, প্রদর্শক

গণিত বিভাগ

১. প্রফেসর ড. মো. মিরাজ আলী আকন্দ, চেয়ারম্যান ও কো-অভিনেটর, বিজ্ঞান
২. জনাব আলেয়া পারভীন, সহযোগী অধ্যাপক
৩. জনাব মো. তুহিন বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক
৪. জনাব মো. নুরুল হক, সহকারী অধ্যাপক
৫. জনাব শাহ্ আবদুল্লাহ্ আল-নাহিয়ান, সহকারী অধ্যাপক
৬. জনাব গাজী হোমায়রা শিরিন, প্রভাষক
৭. জনাব মো. রেজওয়ান হোসেন, প্রভাষক (শিক্ষা ছুটি)
৮. জনাব শামিম আহমেদ, প্রভাষক
৯. জনাব মো. জাহিদুল ইসলাম, প্রভাষক
১০. জনাব তানজিরুল ইসলাম, প্রভাষক
১১. জনাব মো. আবু বক্কর সিদ্দিক, প্রভাষক
১২. জনাব নিশাত ফারজানা, প্রভাষক
১৩. জনাব মো. ইলিয়াছ মিয়া, প্রভাষক

লাইব্রেরি শাখা

১. জনাব মুহাম্মদ আশরাফুল করিম, লাইব্রেরিয়ান

শারীরিক শিক্ষা বিভাগ

১. জনাব ফয়েজ আহমদ, সিনিয়র শরীরচর্চা শিক্ষক

শাখাসমূহ

অফিস শাখা

১. **জনাব মো. আব্বাস উদ্দীন,** উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা
২. **জনাব মোহাম্মদ ইউনুছ,** সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা

হিসাব শাখা

১. **জনাব আবুল কালাম,** উপ-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
২. **জনাব মো. নুরুল ইসলাম**

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা

১. **জনাব মো. এনায়েত হোসেন,** উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
২. **জনাব মো. আশরাফ আলী,** উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
৩. **জনাব মো.দুলাল,** সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মেডিকেল শাখা

প্রকৌশল শাখা

১. **জনাব মো. লিয়াকত আলী,** সহকারী প্রকৌশলী

আইটি সেন্টার

নিরাপত্তা শাখা

১. **জনাব ফয়েজ আহমদ,** সিনিয়র শরীরচর্চা শিক্ষক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ছাত্রী হোস্টেল

১. **জনাব জাফরিয়া পারভীন,** হোস্টেল সুপার

দপ্তর, বিভাগ ও শাখাসমূহের অবস্থান ও কক্ষ নম্বর

প্রফেসর কাজী ফারুকী ভবন (ভবন ১)

অধ্যক্ষ মহোদয়ের দপ্তর	১০৮ ও ১১০
উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের দপ্তর (প্রশাসন)	জি ০৭
বাংলা বিভাগ	২১৪
ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫১০
হিসাববিজ্ঞান বিভাগ	৪০৩
অর্থনীতি বিভাগ	৭০৩
পরিসংখ্যান বিভাগ	৬০৩
লাইব্রেরি শাখা	৩০১
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ শাখা	৯১০
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক	৯১১
মেডিকেল শাখা	জি ০৪
নিরাপত্তা শাখা	১১১
শারীরিক শিক্ষা বিভাগ	জি ০১
কম্পিউটার ল্যাব	৩১৩

বিজ্ঞান ভবন (ভবন ২)

উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের দপ্তর (অ্যাকাডেমিক)	৩০১
ইংরেজি বিভাগ	৮০২
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ	৪০৫
রসায়ন বিভাগ	৩০৮
জীববিজ্ঞান বিভাগ	৫০৫
গণিত বিভাগ	৭০১
মার্কেটিং বিভাগ	১২০২
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগ	১০০২
ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ	১১০১
সিএসই বিভাগ	১৩০৩
অফিস শাখা	১০৭
হিসাব শাখা	১০৮
ক্যাফেটেরিয়া	২০৯
প্রকৌশল শাখা	জি ০১

ভবন-১

ভবন-২

কলেজ পরিচিতি

আশির দশকের শেষের দিকে ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের তৎকালীন সহযোগী অধ্যাপক কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী বাণিজ্য শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকায় একটি কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। তাঁর এ প্রস্তাবের সাথে যাঁরা একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মরহুম অধ্যাপক শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, মরহুম ড. মো. হাবিবুল্লাহ, মরহুম অধ্যাপক আবুল বাসার, মরহুম অধ্যাপক মো. আলী আজম, মরহুম অধ্যাপক এ.বি.এম আবুল কাশেম, জনাব এম. হেলাল, মরহুম মো. আসাদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৮ সালের ৬ অক্টোবর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ; যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন এ.বি.এম আবুল কাশেম, তৎকালীন শিক্ষা পরিদর্শক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, সদস্য ছিলেন এম হেলাল, সম্পাদক, মাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং সদস্য সচিব ছিলেন মাহফুজুল হক শাহীন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্যের মধ্যে সাদেকুর রহমান মজুমদার, প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ; মো. শফিকুল ইসলাম (চুন্নু), মো. নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম সভায় সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে কলেজের নাম স্থির করা হয় 'ঢাকা কমার্স কলেজ'। এছাড়া সিটি ব্যাংক লি.-এর নিউ মার্কেট শাখায় ঢাকা কমার্স কলেজের নামে প্রথম একটি ব্যাংক হিসাব খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে সাইনবোর্ড উত্তোলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় ঢাকা কমার্স কলেজের। শুরুতে লালমাটিয়া ও ধানমন্ডির ভাড়া বাড়িতে এর কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৯৫ সালের জানুয়ারি মাসে কলেজটি মিরপুরে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। মো. শামছুল হুদা, এফসিএ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালের আগস্ট মাসে প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী প্রেষণে কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত উক্ত পদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ৯ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত এ কলেজে অনারারি প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের প্রথম স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ কলেজ প্রতিষ্ঠায় যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন- প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, আগ্রাবাদ মহিলা কলেজ; ড. মো. হাবিব উল্লাহ, প্রফেসর, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; কাজী মো. নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা কলেজ; এ এফ এম সরওয়ার কামাল, উপ সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ; মো. শামছুল হুদা, পরিচালক (অর্থ), নবাব আব্দুল মালেক জুট মিলস; এ.বি.এম আবুল কাশেম, মো. আবুল বাশার, অধ্যক্ষ, আজম খান কমার্স কলেজ, খুলনা; এম হেলাল, মো. শফিকুল ইসলাম চুন্নু, মাহফুজুল হক শাহীন, মো. নুরুল ইসলাম সিদ্দিকী, এবিএম সামছুদ্দিন আহমেদ; চট্টগ্রাম গভ. কমার্স কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন।

ঢাকা কমার্স কলেজ সাংগঠনিক কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন জনাব মোহাম্মদ তোহা। নির্বাহী কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক আবদুর রশীদ চৌধুরী। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন ড. শহিদ উদ্দিন আহমেদ এবং তৃতীয় পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম-এর শিক্ষক এবং ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ৪র্থ পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল। ৫ম পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে ছিলেন প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। ৬ষ্ঠ তথা বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্বে আছেন প্রফেসর ড. সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ।

বর্তমানে ২টি বহুতল ভবনে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখানে একটি পৃথক প্রশাসনিক ভবন রয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ১৫০০ আসনবিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক অডিটোরিয়াম রয়েছে। মেধাবী ও অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের জন্য ডরমেটরিতে আবাসন ব্যবস্থা আছে। এছাড়া ছাত্রীদের জন্য ১২০ আসনবিশিষ্ট একটি হোস্টেলের ব্যবস্থা আছে। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষের বাসভবনসহ ৭৪ জন শিক্ষকের জন্য ১২ তলাবিশিষ্ট ২টি এবং ৮ তলাবিশিষ্ট ১টি আবাসিক ভবন রয়েছে।

২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান গ্রুপ চালু করা হয়। ১৯৯০ সালে বি কম (পাস) কোর্স প্রবর্তিত হয় এবং ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়। ১৯৯৭-১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে চার বছর মেয়াদি বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স চালু করা হয়। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিকসহ ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিষয়ে বিবিএ অনার্স ও এমবিএ এবং ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া বিবিএ ও সিএসই প্রফেশনাল কোর্স এবং সান্ধ্যকালীন এমবিএ প্রফেশনাল কোর্সে পাঠদান করা হচ্ছে।

১৯৮৯ সালে মাত্র ৯৯ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই কলেজের বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার ৯ শত। প্রাথমিক পর্যায়ে ৪ জন শিক্ষক ও একজন কর্মচারী নিয়ে কার্যক্রম শুরু হলেও বর্তমানে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৭১ ও ১৪৯ জন। বর্তমানে প্রফেসর ড. মো. আবু মাসুদ কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ ব্যতিক্রমধর্মী একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সাথে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় করে শিক্ষাদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূখ্য উদ্দেশ্য। সেই সাথে রয়েছে শৃঙ্খলা, আদর্শ এবং নিয়মানুবর্তিতার সুষ্ঠু অনুশীলন এবং অনুশাসন। বিগত ৩৬ বছরে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রশাসনিক, অ্যাকাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নতি হয়েছে অভাবনীয় পর্যায়ে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ঈর্ষণীয় রেজাল্ট তারই সাক্ষ্য বহন করে।

আবেদনের যোগ্যতা

- এসএসসি পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ-**ব্যবসায় শিক্ষা শাখা ৩.৫০ এবং বিজ্ঞান শাখা ৪.৫০**।
- ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে যে-কোনো শিক্ষাবোর্ড/বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড/বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ভর্তির জন্য বিবেচিত হবেন।
- ধূমপায়ী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য আবেদন করার দরকার নেই।
- নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত হতে হবে।

নবীনবরণ ২০২৪

নবীনদের ফুল দিয়ে বরণ

ইউনিফর্মে ঐক্য, নিয়মে অগ্রগতি

ছাত্রদের জন্য

হালকা নীল শার্ট, নেভি ব্লু প্যান্ট, কালো লেদারের বেল্ট ও লেদারের কালো ফিতাযুক্ত ফ্ল্যাট সু।

ছাত্রীদের জন্য

কলারসহ হালকা নীল কামিজ, সাদা ওড়না, সাদা পায়জামা ও কালো লেদারের ফ্ল্যাট সু। কলেজ ইউনিফর্মের সাথে কোনো ছাত্রী বোরকা বা স্কার্ফ পরতে চাইলে তা অবশ্যই সাদা হতে হবে।

লম্বায় হাঁটুর নিচ পর্যন্ত

কলেজ ইউনিফর্ম

- শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত ২ সেট ইউনিফর্ম, কলেজ মনোগ্রাম সংবলিত ব্যাজ, জুতা, বেল্ট ও ব্যাগ প্রদান করা হয়।
- **পরিচয়পত্র :** প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কলেজ কর্তৃক পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। কলেজে অবস্থান কালীন সময়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উক্ত পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে। পরিচয়পত্র হারিয়ে গেলে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে ২০০/- টাকা (প্রথম বারের জন্য) এবং পরবর্তী সময়ে ৫০০/- টাকা ফি জমা দিয়ে পুনরায় ৭ দিনের মধ্যে ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

বিজ্ঞান গ্রুপের শিক্ষার্থীদের ল্যাব ক্লাসের জন্য ইউনিফর্মের সাথে অ্যাপ্রোন পরিধান করতে হবে।

পৃথিবী রঙিন, কিন্তু স্ক্রিনে আটকে গেলে সব রঙ একদিন হারিয়ে যাবে

নিয়ম শৃঙ্খলা

একটি সুশৃঙ্খল, শিক্ষাবান্ধব ও নান্দনিক পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য কলেজের নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলা অপরিহার্য। মূলত এ সকল বিধি বিধান শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক উৎকর্ষতা, নৈতিক শুদ্ধতা এবং একাগ্র পাঠচর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

❑ শালীনতা ও সৌজন্যবোধই হোক শিক্ষার্থীদের প্রথম পরিচয়:

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে হতে হবে বিনয়ী, ভদ্র ও মার্জিত আচরণের ধারক।
- শিক্ষক, সহপাঠী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

❑ শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য পালনীয় নিয়ম শৃঙ্খলা:

- ছাত্রদের চুল ছোটো রাখতে হবে। চুল রং করা, নখ বড়ো রাখা, গলায় চেইন, হাতে ব্রেসলেট, আংটি, চিপ ও ফ্যাশনেবল দাড়ি রাখা প্রভৃতি থেকে ছাত্ররা বিরত থাকবে।
- ছাত্রীদের চুলে বয়কাট, কালার, রঙিন ক্লিপ, ফিতা বা ব্যান্ড ব্যবহার নিষিদ্ধ। বড়ো চুলে বেণি করতে হবে, ছোট চুলে ঝুঁটি করতে হবে।
- লিপস্টিক, লিপটিন্ট, লিপগ্লস, নেইলপলিশ ও সকল প্রকার রঙিন প্রসাধনী ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- কাজল, আইলাইনার, আইশ্যাডো, মাশকারা এবং চোখে কোনো প্রকার লেন্স ব্যবহার নিষিদ্ধ।
- গহনা পরা নিষিদ্ধ (চেইন, ব্রেসলেট, নূপুর, পায়েল, আংটি ইত্যাদি)।
- ট্যাটু করা বা শরীরে কোনো প্রকার চিত্র অঙ্কন নিষিদ্ধ।
- ক্লাস চলাকালীন কোনো শিক্ষার্থী বারান্দায়, কলেজ মাঠে, ক্যান্টিনে কিংবা লাইব্রেরিতে অবস্থান করতে পারবে না।
- ক্লাস ছুটির পূর্বে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কলেজের বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ।
- ক্লাস শেষে সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষার্থীদের কলেজ ত্যাগ করতে হবে। ক্লাস ছুটি হলে ভবন থেকে নামার জন্য নির্ধারিত লিফট/সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।

❑ পূর্ব সতর্কীকরণ বা বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শিক্ষার্থীকে কলেজের বিধি মোতাবেক শাস্তিযোগ্য অপরাধ:

- বিনা অনুমতিতে মাসে ৩ দিন কলেজে অনুপস্থিত থাকা।
- বিনা অনুমতিতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করা।
- পরীক্ষায় অসদাচরণ কিংবা নকল করা।
- টেবিলে বা দেওয়ালে কিছু লেখা বা আঁকা।
- আইন-শৃঙ্খলা বা রাষ্ট্রবিরোধী কাজে জড়িত থাকা।
- কলেজের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করা।
- কলেজের ভিতরে বা বাইরে সহপাঠীদের বা কলেজের শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা বা অসদাচরণ করা
- কলেজ সম্পর্কে কিংবা কলেজের কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থীকে অবমাননা করে কোনো ছবি বা উক্তি পোস্ট করা, লাইক দেয়া, শেয়ার করা ও কমেন্ট করা।
- সহপাঠিদের বুলিং বা র‍্যাগিং করা।
- কলেজে যে-কোনো প্রকার রাজনৈতিক কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া।
- ধূমপান বা যে কোনো ধরনের মাদকদ্রব্য বহন বা সেবন করা।
- কলেজে মোবাইল ফোন আনা বা ব্যবহার করা।

বি. দ্র. : উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও যে-কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড কলেজ বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ বিষয়ে কোনো প্রকার সুপারিশ বা তদবির পুনঃঅপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

ক্লাসে উপস্থিতি ও ছুটির নিয়মাবলি

ঢাকা কমার্স কলেজে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। সুশৃঙ্খল ও ফলপ্রসূ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে নিম্নোক্ত নিয়মগুলো প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে:

❑ প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকা :

প্রতিদিন ক্লাসে উপস্থিত থাকা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর দায়িত্ব। কোনো কারণে একদিনের জন্যও অনুপস্থিত থাকতে হলে, আগে থেকেই নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত শিক্ষার্থী উপদেষ্টার অনুমতি নিতে হবে। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকলে পরবর্তী ক্লাসে বা পরীক্ষায় অংশ নিতে হলে প্রতিদিনের জন্য ১০০ টাকা হারে জরিমানা দিয়ে অনুমতি নিতে হবে। **বি.দ্র.: ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে শিক্ষার্থীর অভিভাবকের মোবাইল নম্বরে অনুপস্থিতির SMS পাঠানো হয়।**

অসুস্থতার কারণে ছুটির ক্ষেত্রে

অসুস্থতাজনিত কারণে কোনো শিক্ষার্থী ক্লাস কিংবা পরীক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে অপারগ হলে, শিক্ষার্থীকে অভিভাবকের মাধ্যমে শিক্ষার্থী উপদেষ্টাকে অবহিত করতে হবে। উল্লেখ্য, যথাসময়ে শিক্ষার্থী উপদেষ্টাকে অবহিত করতে ব্যর্থ হলে, উক্ত দিনগুলোতে শিক্ষার্থীকে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সেক্ষেত্রে অনুপস্থিতিজনিত বিধান কার্যকর হবে। **বি.দ্র.: কলেজে ভর্তি হওয়ার পর কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ দিনের বেশি ছুটি মঞ্জুর করা হয় না।**

অননুমোদিত অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে

কোনো শিক্ষার্থী মাসে ৩ দিন ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে তার ভর্তি বাতিল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ১ মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা নির্ধারিত ব্যাংকে জমাপূর্বক পুনঃভর্তি হতে হবে।

বিশেষ ছুটির ক্ষেত্রে

বিশেষ কারণ দেখিয়ে অভিভাবকের লিখিত আবেদন ও অঙ্গীকার থাকলে সর্বোচ্চ ৫ দিন ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। তবে পরীক্ষার সময় কোনো ক্রমেই ছুটি অনুমোদন করা হয় না।

সুশৃঙ্খলভাবে শিক্ষার্থীদের কলেজে প্রবেশ

শিক্ষার্থীরা বায়োমেট্রিক উপস্থিতি নিশ্চিত করছে

শিক্ষার্থীদের ক্লাসরুমে প্রবেশের খন্ডচিত্র

অতিরিক্ত স্মার্টফোন ব্যবহার স্মৃতি শক্তি কমিয়ে দেয়

শিক্ষা কার্যক্রম ও পাঠ্যক্রম বিন্যাস

অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও বিষয় বিন্যাস

প্রতি শিক্ষাবর্ষে একটি অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা হয়। যেখানে বিষয়সমূহ পর্বভিত্তিক সাজানো থাকে। ক্লাস ও পরীক্ষা তদানুযায়ী পরিচালিত হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ধাপে ধাপে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম আয়ত্ত করতে পারে।

সেকশন পরিবর্তন

শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য, প্রত্যেক পর্ব পরীক্ষার পর ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন করা হয়। এতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের উন্নতির জন্য নিরন্তর সচেষ্ট থাকে।

আসন বিন্যাস

প্রতিক্লাস ও পরীক্ষার সময় শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত আসনে বসতে হয়। প্রতিটি সেকশন সর্বোচ্চ ৫০ থেকে ৬০ জন শিক্ষার্থী দ্বারা গঠিত।

কলেজে প্রবেশ ও প্রস্থান

সকাল শিফ্‌ট- সকাল ৭.৫০ মিনিটের মধ্যে প্রবেশ ও দুপুর ১.০০ টায় প্রস্থান। **বিকাল শিফ্‌ট-** দুপুর ১.৫০ মিনিটের মধ্যে প্রবেশ ও ৫.০০ টায় প্রস্থান।

পাঠদান মাধ্যম

বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। এর ফলে এখানে উভয় মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

আধুনিক ও প্রয়োগভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি

ঢাকা কমার্স কলেজে আধুনিক ও বাস্তবভিত্তিক পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান মুখস্থ নির্ভরতার গন্ডি পেরিয়ে বাস্তবধর্মী ও জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে কলেজে রয়েছে উন্নতমানের বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাব।

পদার্থবিজ্ঞান ল্যাব

রসায়ন ল্যাব

জীববিজ্ঞান ল্যাব

আইসিটি ল্যাব

সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি

কলেজে জাতীয়ভাবে অনুমোদিত সৃজনশীল পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্লাস পরিচালনা ও প্রশ্নপ্রত্র প্রণয়ন করা হয়। পাঠদানকে আরও আকর্ষণীয় ও সময়োপযোগী করতে হোয়াইট বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও ডিজিটাল বোর্ড ব্যবহৃত হয়।

দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক

কলেজে উচ্চতর ডিগ্রিধারী (এমফিল, পিএইচডি) ও মাস্টার ট্রেইনার শিক্ষক রয়েছে; এছাড়াও কলেজের সকল শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত, যা শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে।

পরীক্ষা কার্যক্রম ও রেজাল্ট

ঢাকা কমার্স কলেজে শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও মান রক্ষার জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক, মিডটার্ম ও টার্ম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পরীক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ ও উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলু মেনে চলা জরুরি-

- অগ্রহণযোগ্য কারণে পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের রেজাল্ট বিবেচনা করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে ভর্তি বাতিল করা হয়।
- দ্বিতীয় পর্ব (প্রথম বর্ষ সমাপনী) পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার সুযোগ নেই।
- চতুর্থ পর্ব বা নির্বাচনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে বোর্ড পরীক্ষার ফরম পূরণ থেকে বিরত রাখা হয়।
- অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় মেধা তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা হয়।
- প্রতিটি পরীক্ষার রেজাল্ট অভিভাবকের ফোন নম্বরে SMS - এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। উক্ত রেজাল্টশিট কলেজ ওয়েবসাইটে শিক্ষার্থীদের আইডিতে সংরক্ষিত থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অসুস্থ পরীক্ষার্থীর জন্য মেডিকেল কেন্দ্রে Sick bed-এর ব্যবস্থা আছে।

পরীক্ষারত শিক্ষার্থীদের একাংশ

৪র্থ পর্ব পরীক্ষার মেধা তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণ

অভিভাবকের প্রতি নির্দেশনা

মোবাইল নম্বর ও জরুরি নোটিশ

ভর্তি ফরমে অভিভাবকগণকে একটি অপরিবর্তনীয় মোবাইল নম্বর প্রদান করতে হয়, সেখানে SMS এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ফলাফল, অনুপস্থিতির খবর ও জরুরি নোটিশসমূহ প্রেরণ করা হয়।

অভিভাবকের পরিচয়পত্র

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অভিভাবককে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। যদি পরিচয়পত্র হারিয়ে যায়, তবে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করে কলেজ অফিসে ২০০ টাকা ফি জমা দিয়ে ডুপ্লিকেট পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

অভিভাবক পরিবর্তন

কোনো কারণে অভিভাবক পরিবর্তন হলে, বিষয়টি কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। নতুন অভিভাবকের জন্য পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান পূর্বক ২০০ টাকা ফি জমা দিতে হবে।

সাক্ষাৎ

বাবা-মা ব্যতীত অন্য কাউকে পরিচয়পত্র ছাড়া অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। কলেজে অবস্থানকালীন শিক্ষার্থীর সাথে পরিচয়পত্রধারী অভিভাবক ব্যতীত অন্য কেউ সাক্ষাৎ করতে পারবেন না।

অভিভাবকদের প্রবেশের সময়

পরিচয়পত্রধারী অভিভাবকদের কলেজে প্রবেশ ও অবস্থানের সময় সকাল ১১টা থেকে ১:৩০ মিনিট পর্যন্ত।

অভিভাবক সভা

কলেজে অনুষ্ঠিত অভিভাবক সভায় অভিভাবকগণের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। এ সভায় শিক্ষার্থীর লেখাপড়ার অগ্রগতিসহ তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অভিভাবকগণকে অবহিত করা হয়।

ক্লাব কার্যক্রম : নেতৃত্ব ও উন্নত মানসিকতা বিকাশের পথ

শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উন্নত মানস তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে ১৬টি ক্লাব। প্রতিটি ক্লাব শিক্ষক/মডারেটরদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। এই ক্লাবগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে, নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ করার সুযোগ পায় এবং সহপাঠীদের সাথে মিলে কাজ করার মাধ্যমে দলবদ্ধভাবে কাজের দক্ষতা অর্জন করতে পারে। এছাড়াও কলেজে রয়েছে রোভার স্কাউট দল, বিএনসিসি ও যুব রেডক্রিসেন্ট দল।

বিতর্ক ক্লাবের পুরস্কার গ্রহণ

নাট্য ও ফিল্ম ক্লাব

সংগীত ক্লাব

সাধারণ জ্ঞান ক্লাব

আবৃত্তি ক্লাব

রোটার‍্যাক্ট ক্লাব

ল্যাংগুয়েজ ক্লাব

আর্টস অ্যান্ড ফটোগ্রাফি ক্লাব

নৃত্য ক্লাব

নেচার স্টাডি ক্লাব

বিজনেস ক্লাব

প্রোগ্রামিং সোসাইটি

বিজ্ঞান ও আইটি ক্লাবের অর্জন

সমাজকল্যাণ ক্লাব

IAC - DCC

রোভার স্কাউট দল

বিএনসিসি দল

যুব রেড ক্রিসেন্ট দল

শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম : সৃজনশীলতা বিকাশের পথ

শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা কমার্স কলেজ নানা ধরনের শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, নেতৃত্বগুণ, সামাজিক সচেতনতা এবং মানসিক বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ পায়।

৩৩ তম বার্ষিক অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি ক্লাবের উদ্যোগে প্রদর্শনী

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি-২০২৩

শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ২১ শে ফেব্রুয়ারির দেয়ালিকা

নৌ-ভ্রমণ-২০২৪

শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে বিজয় দিবসের দেয়ালিকা

২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের কল্যাণ কামনা করে কলেজের নামাজ ঘরে বিশেষ মোনাজাত

বার্ষিক ভোজ-২০২৫

বাংলাদেশ জীববিজ্ঞান উৎসব-২০২৫ এ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ

বর্ষবরণ

পিঠা উৎসব-২০২৫

গোলাজ খেলাধুলার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ

জাতীয় কবির ১৩৬ তম জন্মবার্ষিকী পালন

ছাত্রী বিষয়ক বার্ষিক সভা

আন্তঃকলেজ সাংস্কৃতিক ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২৫

ক্রীড়া কার্যক্রম : সুস্থ প্রতিযোগিতা ও মানসিক বিকাশ

ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতিবছর বার্ষিক ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই কলেজে রয়েছে এক গুচ্ছ ক্রীড়া ক্লাব। যেমন : সাইক্লিং ও স্কেটিং, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, দাবা, ক্যারাম, ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, হ্যান্ডবল, বেসবল, ফেন্সিং, রাগবি ও মার্শাল আর্ট ক্লাব।

চ্যাম্পিয়ন ফুটবল টিম

চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেট টিম

প্রতিযোগিতায় ৩য় মহিলা হ্যান্ডবল টিম

আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদদের অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎ

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশবিশেষ

তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উদবোধন

৩৩ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ এর উদবোধন

৩৩ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৫ এ শিক্ষার্থীদের ডিসপ্লে প্রদর্শন

রাগবি টিম

ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫

কারাতে প্রতিযোগিতা

লোকজ উৎসব (মোরগ লড়াই)

লোকজ উৎসব (হাডুডু)

ভলিবল টিম

ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন

অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসমূহ

লাইব্রেরি

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিকাশের জন্য কলেজে রয়েছে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থসমৃদ্ধ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত একটি অত্যাধুনিক লাইব্রেরি। এছাড়া সম্মান ও মাস্টার্স শ্রেণির সকল বিভাগে রয়েছে সমৃদ্ধ সেমিনার লাইব্রেরি।

আবাসন ব্যবস্থা

রূপনগর ৬ নম্বর রোডে কলেজের নিজস্ব ভবনে ১২০ আসনবিশিষ্ট একটি ছাত্রী হোস্টেল রয়েছে। এছাড়া মেধাবী ও অসচ্ছল ছাত্রদের জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে রয়েছে সীমিত আসনবিশিষ্ট একটি ডরমেটরি।

মেডিকেল সেন্টার

প্রফেসর কাজী ফারুকী ভবন এর নীচ তলায় রয়েছে মেডিকেল অফিসারের তত্ত্বাবধানে ও প্রশিক্ষিত নার্স দ্বারা পরিচালিত একটি মেডিকেল সেন্টার। শিক্ষার্থীরা কলেজে অবস্থানকালীন সময়ে প্রয়োজনে এ কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারে।

ক্যান্টিন

মানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য রয়েছে সুবিশাল ২টি ক্যান্টিন।

অডিটোরিয়াম

১৫০০ আসনবিশিষ্ট কলেজ অডিটোরিয়ামে বছরব্যাপী বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

ডায়নামিক ওয়েবসাইট ও ডিজিটাল স্টুডিও

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার ও ফেইসবুক পেইজ। পরীক্ষার ফলাফল, সেকশন তালিকা এবং শিক্ষার্থীদের সকল নোটিশ ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী/অভিভাবকগণ নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে ওয়েবসাইটে লগইন করে শিক্ষার্থীর যাবতীয় তথ্য জানতে পারেন। কলেজের সকল অনুষ্ঠান, কার্যক্রম ও সফলতার সচিত্র সংবাদ নিয়মিত ওয়েবসাইট ও ফেইসবুক পেইজে দেওয়া হয়। শিক্ষামূলক বিষয় রেকর্ডিং ও প্রচারের জন্য ২০২১ সালে ১১৬/২ নং কক্ষে ডিজিটাল স্টুডিও এবং ২০২৩ সালে ১১৫/২ নং কক্ষে ভার্চুয়াল ক্লাস রুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ব্যাংকিং সেবা

শিক্ষার্থীদের বেতন প্রদানের সুবিধার্থে কলেজের অভ্যন্তরে রয়েছে ব্যাংকের কালেকশন বুথ।

যে ইন্টারনেট শিক্ষা দিতে পারে, সেই একই ইন্টারনেট সন্তানকে বিপথেও নিতে পারে

HSC মেধাতালিকা

সন	শিক্ষার্থীদের নাম	স্থান	প্রাপ্ত নম্বর
১৯৯১	মাসুদা খানম	২য়	৮২২ *
	মাহমুদ ফয়সাল খান	১৫ তম	৭৬৫ *
১৯৯২	কাজী নাঈমা বিন্‌তে ফারুকী	১ম	৮৩৯ *
	মোহাম্মদ রাজীব	১৬ তম	৭৭২ *
১৯৯৩	ইমতিয়াজ করিম	২য়	৮৪৮ *
	কাতেবুর রহমান	৮ম	৮০১ *
	হাবিবুর রহমান	১১ তম	৭৯৮ *
	আব্দুস সালাম মিয়া	১৪ তম	৭৮৫ *
	মঞ্জুর মোরশেদ	১৬ তম	৭৮৩ *
১৯৯৪	মোঃ আনোয়ারুল হক	১ম	৮২৬ *
	দেওয়ান মাহমুদুল হক	৫ম	৮১০ *
	মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম	১৪ তম	৭৯৪ *
	মোঃ সমীরুদ্দিন	১৬ তম	৭৯২ *
১৯৯৫	হুমায়রা মতিন	১ম	৮৪৭ *
	তানজিনা হক	৩য়	৮৩৬ *
	মৌটুসী তানহা	১০ম	৮১১ *
	আঃ আঃ তারিকুল ইসলাম	১০ম	৮১১ *
	মোঃ আনিসুর রহমান	১২ তম	৮০৬ *
	মুশফিকুর রহমান ভূঁইয়া	১৩ তম	৮০৫ *
	মোঃ নজরুল ইসলাম	১৩ তম	৮০৫ *
	স্নিগ্ধা খন্দকার	১৪ তম	৮০৩ *
	আরিফুর রহমান	১৬ তম	৮০০ *
	নাজমুন নাহার	১৯ তম	৭৯৪ *
১৯৯৬	মোঃ আবদুস সোবহান	১ম	৮২২ *
	সাইফুল আলম	৭ম	৮০৬ *
	তৌফিকুল ইসলাম	৮ম	৮০০ *
	সারওয়াত আমিনা	১০ম	৭৯১ *
	মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন	১১ তম	৭৮৯ *
	মোঃ শাহরিয়ার আখতার	১৪ তম	৭৮৬ *
	ইমরান মজিদ	১৫ তম	৭৮৫ *
	মোঃ গোলাম মর্তুজা	১৭ তম	৭৭৯ *
	মোঃ মঈনুল হক সিরাজী	১৮ তম	৭৭৬ *
	মোঃ তরিকুল আলম	১৮ তম	৭৭৬ *
	শামীমা সিদ্দিকা	১৯ তম	৭৭৫ *
	সাহিদা আখতার	৯ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৬১ *
	মালেকা তারান্নুম	১০ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৫৯ *

সন	শিক্ষার্থীদের নাম	স্থান	প্রাপ্ত নম্বর
১৯৯৭	সরকার আরিফ মাহমুদ	১০ম	৮০৩ *
	মোঃ খোকন বেপারী	১৩ তম	৭৯৯ *
	মোঃ আকরামুল হাসান	১৫ তম	৭৯৬ *
	মোঃ বেলাল উদ্দিন	২০ তম	৭৮৬ *
১৯৯৮	মোঃ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী	৫ম	৮২৬ *
	মুসফিক মাহমুদ	৮ম	৮১৪ *
	ফাহমিদা বেগম	১৩ তম	৭৯৫ *
	তানভীর আহম্মদ	১৯ তম	৭৮৪ *
	শাহানা আক্তার	২০ তম	৭৮২ *
	লাকী সুলতানা	৮ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৬৯ *
	মোছাঃ লুইছা ফজিলা চৌধুরী	৯ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৬৮ *
১৯৯৯	সাদ্দাম হোসেন মল্লিক	৪র্থ	৮২৮ *
	নিয়ামুল হক	৫ম	৮২৭ *
	মাহামুদ কবির	১১ তম	৮০৩ *
	এহসানুল আজিম	১৩ তম	৭৯৯ *
	শাইফুল হক পাঠান	১৫ তম	৭৯৭ *
	আব্দুল মান্নান	১৬ তম	৭৯৫ *
	মোঃ সালাহ উদ্দিন	১৭ তম	৭৯৪ *
	শায়লা আহমেদ	১০ম (মেয়েদের মধ্যে)	৭৮১ *
২০০০	মোঃ সাইফুল আলম	১ম	৮৬৮ *
	মোঃ ইমতিয়াজ খান	২য়	৮৬১ *
	রেজওয়ানুল হক জামী	৩য়	৮৪৫ *
	মোঃ মঞ্জুর মোরশেদ	৬ষ্ঠ	৮৩৫ *
	মোঃ খালেদ মনসুর	৮ম	৮৩২ *
	নাহিদ আফরোজ	১১ তম	৮২৪ *
	ইশরাত সুলতানা	১২ তম	৮২৩ *
	মোঃ মোজাহেদ হোসেন	১৩ তম	৮২২ *
	মোঃ তরিকুল ইসলাম	১৪ তম	৮২১ *
	সাজ্জাদ মোস্তফা	১৫ তম	৮১৬ *
	মোহাম্মদ মোশারেফ হোসেন	১৯ তম	৮০৫ *
	মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান	১৯ তম	৮০৫ *
	মুশফিকুর রশীদ	২০ তম	৮০৪ *
২০০১	মোহাম্মদ নুরুন্নবী	১ম	৯৩৭ *
	ফারহানা হোসেন	১০ম	৮৫২ *
	মোহাম্মদ ইফতেখার হোসেন	১৪ তম	৮৪৭ *
	শারমিন আক্তার	১৫ তম	৮৪৬ *
	ফাতেমা কাশেম	১৬ তম	৮৪৪ *
	ফৌজিয়া রহমান	৯ম (মেয়েদের মধ্যে)	৮৩১ *
২০০২	মোঃ মাহবুব হোসেন	১ম	৯০৪ *
	মোঃ রাকিব উদ্দিন ভূঁইয়া	৩য়	৮৭৯ *
	মোঃ সাইফুল ইসলাম	১৩ তম	৮৬১ *
	এইচ. এম. মেহেদী হাসান	১৯ তম	৮৫০ *

একনজরে HSC পরীক্ষাসমূহের রেজাল্ট

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	তৃতীয় বিভাগ	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার	স্টার	মেধাতালিকায় স্থান
১৯৯১	৬১	৪৩	১৬	২	৬১	১০০%	৪	২য় ও ১৫ তম= ২জন
১৯৯২	৫৬	৪০	১৩	৩	৫৬	১০০%	২	১ম ও ১৬ তম= ২জন
১৯৯৩	২৪৭	১৬৯	৬২	৭	২৩৮	৯৬%	১৪	২,৮,১১,১৪,১৬ তম= ৫জন
১৯৯৪	৫০৮	৩৬৬	১০৮	-	৪৭৪	৯৩%	২৭	১ম,৫ম,১৪,১৬ তম= ৪ জন
১৯৯৫	৫০৮	৪৪৫	৫৭	-	৫০২	৯৯%	৪৭	১,৩,১০(২),১২,১৩(২),১৪,১৬,১৯ তম= ১০জন
১৯৯৬	৬৯৪	৪৭০	১৫১	-	৬২১	৯০%	২৮	১,৭,৮,১০,১১,১৪,১৫,১৭,১৮(২),১৯ তম এবং মেয়েদের মধ্যে ৯ম ও ১০ম= ১৩জন
১৯৯৭	৪৯০	৩৮৮	৬৮	-	৪৫৬	৯৩%	২৫	১০,১৩,১৫,২০তম=৪জন
১৯৯৮	৪৯২	২৬২	১৮১	৩	৪৪৬	৯০.৬৫%	১২	৫,৮,১৩,১৯,২০ তম=৫জন
১৯৯৯	৬২৬	৪৩২	১৬৫	৯	৬০৬	৯৬.৮০%	২৯	৪,৫,১১,১৩,১৫,১৬,১৭ তম=৭জন
২০০০	৬৬৮	৪৮০	১৪৫	১	৬২৬	৯৪%	৫৬	১,২,৩,৬,৮,১১,১২,১৩,১৪,১৫,১৯(২),২০ তম=১৩জন
২০০১	৬৮৪	৫০৩	১৪৪	২	৬৪৯	৯৪.৮৮%	৭১	১ম,১০ম,১৪,১৫,১৬তম,৯ম (মেয়েদের মধ্যে)=৫জন
২০০২	৭২৮	৫৯৩	১১২	-	৭০৫	৯৬.৮৪%	১৩৮	১ম,৩য়,১৩তম,১৯তম=৪জন

HSC GPA ভিত্তিক রেজাল্ট

পরীক্ষার সাল	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪-<৫	জিপিএ ৩-<৪	জিপিএ ২-<৩	মোট পাশ	পাশের হার
২০০৩	৮৪৭	-	২২২	৫৭৯	৪১	৮৪২	৯৯.৪১%
২০০৪	৮৯৭	৫৩	৭১৩	১২৬	৩	৮৯৫	৯৯.৭৮%
২০০৫	৯০৪	৭১	৭৪৫	৮৭	১	৯০৪	১০০%
২০০৬	১৪৩৭	২২৭	১১০৪	১০৫	০	১৪৩৬	৯৯.৯৩%
২০০৭	১৫০৫	২২৪	১০৭২	২০০	০৪	১৫০০	৯৯.৬৭%
২০০৮	১৯২৪	৫১৮	১৩১৬	৮৮	০১	১৯২৩	৯৯.৯৫%
২০০৯	১৮১৫	৪০৯	১৩৪৫	৬০	০	১৮১৪	৯৯.৯৫%
২০১০	২০২৬	৪২৩	১৪৪২	১৫৫	০২	২০২২	৯৯.৮০%
২০১১	২০৪৩	৮৩১	১১৭৩	৩৮	০	২০৪২	৯৯.৯৫%
২০১২	২৪৪৬	১১৫৬	১২৪২	৪৬	০	২৪৪৩	৯৯.৮৮%
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%
২০১৬	২৫৬৯	৩৪৩	২০৫৬	১৪৭	০	২৫৪৬	৯৯.১০%
২০১৭	১৯০০	১৩৩	১৪৫৬	৩০১	০	১৮৯০	৯৯.৪৭%
২০১৮	২২২০	১২৪	১২০৬	৭১৭	১৬৮	২২১৫	৯৯.৭৭%
২০১৯	২১৪৯	৯৮	৯৭৮	১০০৯	৪৬	২১৩১	৯৯.১৬%
২০২০	১৪৯০	১৫৪	৯৭০	৩৬৪	২	১৪৯০	১০০%
২০২১	২৩৯৩	৯৭৭	১৩৯৪	১৫	০	২৩৮৬	৯৯.৭১%
২০২২	২৮০২	১৭২১	১০৩৩	৪১	০	২৭৯৫	৯৯.৭৫%
২০২৩	৩২২৩	৩৫৩	২০৩১	৮৮০	৩৭	৩২০১	৯৯.৩১%
২০২৪	৩২৮২	৮৪০	১৮৮০	৪৩৪	১০৭	৩২৬১	৯৯.৩৬%

উচ্চমাধ্যমিকে বিষয়সমূহ

	আবশ্যিক বিষয়সমূহ (উভয় গ্রুপ)	পূর্ণমান
১	বাংলা (Bangla)	২০০
২	ইংরেজি (English)	২০০
৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)	১০০

ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ

	আবশ্যিক বিষয়সমূহ	পূর্ণমান
১	ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা (Business Organization & Management)	২০০
২	হিসাববিজ্ঞান (Accounting)	২০০
৩	ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা / উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন	২০০

	ঐচ্ছিক / ৪র্থ বিষয়সমূহ (যে-কোনো ১টি বিষয় নিতে হবে।)	পূর্ণমান
১	ফিন্যান্স ব্যাংকিং ও বিমা (Finance Banking & Insurance)	২০০
২	উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপনন (Production Management & Marketing)	২০০
৩	পরিসংখ্যান (Statistics)	২০০
৪	অর্থনীতি (Economics)	২০০

বিজ্ঞান গ্রুপ

	আবশ্যিক বিষয়সমূহ	পূর্ণমান
১	পদার্থবিজ্ঞান (Physics)	২০০
২	রসায়ন (Chemistry)	২০০
৩	জীববিজ্ঞান (Biology) / উচ্চতর গণিত (Higher Math) (৩য় বিষয়)	২০০

	ঐচ্ছিক / ৪র্থ বিষয়সমূহ (যে-কোনো ১টি বিষয় নিতে হবে।)	পূর্ণমান
১	জীববিজ্ঞান (Biology)	২০০
২	উচ্চতর গণিত (Higher Math)	২০০
৩	পরিসংখ্যান (Statistics)	২০০

* ৪র্থ বিষয় বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবর্তন হতে পারে।

অনলাইন ভর্তি আবেদন পদ্ধতি ও পেমেন্ট সিস্টেম

ধাপ-১. www.xiclassadmission.gov.bd-এ লগইন করে ঢাকা কমার্স কলেজকে ১ম পছন্দ দিয়ে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফি ২২০/- (সর্বনিম্ন ৫টি এবং সর্বোচ্চ ১০টি কলেজ)

১ম পর্যায়ের অনলাইন আবেদন : ৩০ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত।
২য় পর্যায়ের অনলাইন আবেদন : ২৩ আগস্ট থেকে ২৫ আগস্ট ২০২৫ (রাত ৮টা) পর্যন্ত।
৩য় পর্যায়ের অনলাইন আবেদন : ৩১ আগস্ট থেকে ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।

ধাপ-২. বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা অনলাইনে তাদের ভর্তি নিশ্চায়ন করবে।

১ম পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চায়ন : ২০ আগস্ট থেকে ২২ আগস্ট ২০২৫ (রাত ৮টা) পর্যন্ত।
২য় পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চায়ন : ২৯ আগস্ট থেকে ৩০ আগস্ট ২০২৫ (রাত ৮টা) পর্যন্ত।
৩য় পর্যায়ের ভর্তি নিশ্চায়ন : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (রাত ৮টা) পর্যন্ত।

ধাপ-৩. চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা কলেজের ওয়েবসাইটে (www.dcc.edu.bd) Admission/ Login অপশনে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে বিকাশ/নগদ অথবা কলেজ অভ্যন্তরে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংকের বুথে ভর্তি ফি জমা দিবে।

পেমেন্ট মাধ্যমসমূহ

নগদ

bKash

ধাপ-৪. অনলাইনে পূরণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর মোবাইল নম্বরে আইডি নম্বর ও পাসওয়ার্ড প্রেরণ করা হবে। উক্ত আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে শিক্ষার্থী যাবতীয় তথ্য পূরণ করবে। ছবি (পাসপোর্ট সাইজ রঙিন) ও স্বাক্ষরের নির্ধারিত স্থানে ছবি ও স্বাক্ষর Upload করবে। মোবাইল নম্বর হিসেবে শিক্ষার্থীর নিজের বাবা, মা এবং অভিভাবকের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করবে।

ধাপ-৫. শিক্ষার্থী ফরম পূরণ শেষে তা Download করে অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ কলেজ অফিস শাখায় (ক্লাস শুরু হলে) জমা দিতে হবে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলোয়ার বাড়াতে গিয়ে যেন নিজের মূল্যবোধ হারিয়ে না ফেলি

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিকে কোর্স ফি-সমূহ

একাদশ শ্রেণি

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ
১	ভর্তি ফি	২,৬০০.০০
২	টিউশন ফি (২৬০০X১২)	৩১,২০০.০০
৩	কলেজ উন্নয়ন ফি	৪,৮০০.০০
৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফি	৩৫০.০০
৫	কমন রুম ফি	২০০.০০
৬	ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফি	২০০.০০
৭	ছাত্র কল্যাণ ফি	৯০০.০০
৮	লাইব্রেরি উন্নয়ন ও কার্ড ফি	১,২০০.০০
৯	কলেজ বার্ষিকী ফি	৬০০.০০
১০	শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী	১,০০০.০০
১১	কল্যাণ তহবিল	২,৬০০.০০
১২	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৯০০.০০
১৩	বিদ্যুৎ ফি	৩,৫০০.০০
১৪	পানি ও পয়ঃকর	৭০০.০০
১৫	চিকিৎসা ফি	৩০০.০০
১৬	পরিচয়পত্র	৪০০.০০
১৭	বার্ষিক ক্রীড়া ফি	৫৫০.০০
১৮	প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড	২০০.০০
১৯	রোভার স্কাউট ও বিএনসিসি	২০০.০০
২০	বার্ষিক ভোজ (অনুষ্ঠিত হলে)	৭০০.০০
২১	অটোমেশন ফি	১,০০০.০০
২২	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ফি	৩,৫০০.০০
২৩	আইসিটি ল্যাব ফি	১,৬০০.০০
২৪	জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ফি	৫০০.০০
২৫	যুব রেড ক্রিসেন্ট ফি	৩০.০০
২৬	বিবিধ	২০০.০০
কথায় : উনষাট হাজার নয়শত ত্রিশ টাকা মাত্র।		৫৯,৯৩০.০০

উক্ত ফি-সমূহ আদায়ের প্রক্রিয়া	টাকার পরিমাণ
১. একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময়	১১,০০০/-
২. প্রথম মিডটার্ম পরীক্ষার পূর্বে	১১,৮৫০/-
৩. প্রথম পর্ব পরীক্ষার পূর্বে	১৪,৮০০/-
৪. দ্বিতীয় মিডটার্ম পরীক্ষার পূর্বে	১১,৬৫০/-
৫. দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষার পূর্বে	১০,৬৩০/-

(বি দ্র : কলেজ ইউনিফর্মের টাকা এর সাথে অন্তর্ভুক্ত নয়।)

ব্যবহারিক বিষয় সংক্রান্ত	টাকার পরিমাণ
১. ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ (পরিসংখ্যান ৪র্থ বিষয় হিসেবে থাকলে ২য় পর্ব পরীক্ষার পূর্বের কিস্তির সাথে যুক্ত হবে)	৫০০/-
২. বিজ্ঞান গ্রুপ (বিজ্ঞানাগার ফি ২য় পর্ব পরীক্ষার পূর্বের কিস্তির সাথে যুক্ত হবে)	২,০০০/-

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিকে কোর্স ফি-সমূহ

দ্বাদশ শ্রেণি

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	টাকার পরিমাণ
১	ভর্তি ফি	২,৬০০.০০
২	টিউশন ফি (২৬০০X১২)	৩১,২০০.০০
৩	কলেজ উন্নয়ন ফি	৪,৮০০.০০
৪	সাহিত্য ও সংস্কৃতি ফি	৩৫০.০০
৫	কমন রুম ফি	২০০.০০
৬	ধর্মীয় অনুষ্ঠান ফি	২০০.০০
৭	ছাত্র কল্যাণ ফি	৯০০.০০
৮	লাইব্রেরি উন্নয়ন ও কার্ড ফি	--------
৯	কলেজ বার্ষিকী ফি	৬০০.০০
১০	শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী	১,০০০.০০
১১	কল্যাণ তহবিল	২,৬০০.০০
১২	রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত	৯০০.০০
১৩	বিদ্যুৎ ফি	৩,৫০০.০০
১৪	পানি ও পয়ঃকর	৭০০.০০
১৫	চিকিৎসা ফি	৩০০.০০
১৬	পরিচয়পত্র	--------
১৭	বার্ষিক ক্রীড়া ফি	৫৫০.০০
১৮	প্রোগ্রেস রিপোর্ট কার্ড	--------
১৯	রোভার স্কাউট ও বিএনসিসি	২০০.০০
২০	বার্ষিক ভোজ (অনুষ্ঠিত হলে)	৭০০.০০
২১	অটোমেশন ফি	১,০০০.০০
২২	অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা ফি	৩,৫০০.০০
২৩	আইসিটি ল্যাব ফি	১,৬০০.০০
২৪	জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ফি	৫০০.০০
২৫	যুব রেড ক্রিসেন্ট ফি	৩০.০০
২৬	বিবিধ	২০০.০০
কথায় : আটান্ন হাজার একশত ত্রিশ টাকা মাত্র।		৫৮,১৩০.০০

উক্ত ফি-সমূহ আদায়ের প্রক্রিয়া	টাকার পরিমাণ
১. দ্বাদশ শ্রেণিতে ভর্তির সময়	১৫,২০০/-
২. তৃতীয় মিডটার্ম পরীক্ষার পূর্বে	১৩,৬৫০/-
৩. তৃতীয় পর্ব পরীক্ষার পূর্বে	১৪,৮৫০/-
৪. চতুর্থ পর্ব পরীক্ষার পূর্বে	১৪,৪৩০/-

ব্যবহারিক বিষয় সংক্রান্ত	টাকার পরিমাণ
১. ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপ (পরিসংখ্যান ৪র্থ বিষয় হিসেবে থাকলে ৩য় পর্ব পরীক্ষার পূর্বের কিস্তির সাথে যুক্ত হবে)	৫০০/-
২. বিজ্ঞান গ্রুপ (বিজ্ঞানাগার ফি ৩য় পর্ব পরীক্ষার পূর্বের কিস্তির সাথে যুক্ত হবে)	২,০০০/-

বিদ্র : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফি পরিশোধ না করলে দৈনিক ১০/- টাকা হারে জরিমানা দিতে হয়।

ভর্তি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন

২০২৪ সালের ভর্তি পরীক্ষায় BUET এ ১১তম, MIST তে ৪র্থ, DU-A Unit এ ৭ম, DU-C Unit এ ৮ম, JU- IBA তে ৩য়, মেডিকেলে ১৬ জন সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০ এর অধিক শিক্ষার্থী অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সফল শিক্ষার্থীদের একাংশের অনুভূতি।

আদ্রিতা সাহা
BUET ১১ তম

কলেজ জীবনে নিয়মিত ক্লাস, কঠোর শৃঙ্খলা এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের দিক নির্দেশনা আমার এই সাফল্য অর্জনে ভূমিকা রেখেছে। আমার প্রিয় কলেজ ভবিষ্যতেও এভাবেই শিক্ষার্থীদের পাশে থাকবে।

প্রজ্ঞা ইসলাম নির্ণয়
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে চান্স আমার এক বিস্ময়কর অর্জন। এই অর্জনে ঢাকা কমার্স কলেজকে পাশে পেয়েছি। এই কলেজ আরো সাফল্যে সমৃদ্ধ হোক এই প্রত্যাশা রইলো।

ইসমাম অরিভ
JU-IBA ৩য়

ঢাকা কমার্স কলেজে পড়েই আমি পড়াশোনায় নিয়মমাফিক হওয়া শিখেছি। শিক্ষকদের সহায়তা আর সুশৃঙ্খল পরিবেশ আমাকে নিজের লক্ষ্য ঠিক করতে সাহায্য করেছে। এই ভিত্তিটাই আমাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

সুজানা তাসনিম রুহি
DU-C Unit ৮তম

ঢাকা কমার্স কলেজের পড়াশোনার সিস্টেম একজন শিক্ষার্থীকে কেবল কীভাবে এইচএসসি- তে জিপিএ-৫ পেতে হয় তা শিখায় না, এখানে কীভাবে একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করবে এবং একজন মানুষ হয়ে উঠবে তার অনুশীলন করানো হয়।

সামিয়া তাসনিম
DU-A Unit

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার পিছনে ঢাকা কমার্স কলেজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই কলেজেই অধ্যবসায় ও শৃঙ্খলা শিখেছি, যা আমাকে এই সাফল্য অর্জনে সাহায্য করেছে।

মোঃ তাশফিক রাহাত
KUET

সফলতা পেতে হলে পরিশ্রমের পাশাপাশি বাবা মায়ের দোয়া ও শিক্ষকদের সহযোগিতা দরকার। আমার এই সাফল্য অর্জনে ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ।

সাব্বির আহমেদ
JU-A Unit

শিক্ষা জীবনে HSC অনেক গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমার সৌভাগ্য আমি এই সময়টা ঢাকা কমার্স কলেজের সাথে কাটিয়েছি। আমার সাফল্যে কলেজের নিয়ম শৃঙ্খলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আমি কলেজের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মুগ্ধ সাদাত
RUET

কলেজে থাকতে ক্লাসে স্যারদের লেকচার মনোযোগ দিয়ে শুনতাম ও নোট করতাম এতে করে ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিক্ষকরা আমাকে অনুপ্রাণিত করতো যার ফলে এডমিশনে কনফিডেন্স পেয়েছি। ধন্যবাদ ঢাকা কমার্স কলেজ।

মোঃ নাজমুল হোসেন
JU-A Unit

এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু জ্ঞানের প্রদীপ নয়, হৃদয়ের আবেগে গাঁথা এক স্মৃতিময় উদ্যান। এখানকার প্রতিটি মুহূর্ত স্মৃতিতে চির অম্লান। প্রতিটি দিন প্রতিটি ক্ষণ যেন উপন্যাসের এক একটি পাতা, শিক্ষক, সহপাঠী আর প্রিয় শিক্ষাঙ্গন হৃদয় মাঝে চির গাঁথা।

মোঃ রোমান বক্সি
RU

আমার সাফল্যের পিছনে ঢাকা কমার্স কলেজের অসাধারণ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা, অনুপ্রেরণা এবং সহানুভূতিশীল আচরণ আমাকে সবসময় সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। কলেজের নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং পড়াশোনার পরিবেশ আমাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

সোশ্যাল মিডিয়া যদি দিনের শুরু হয়, তাহলে দিন শেষে স্বপ্ন হারিয়ে যাবে

ঢাকা কমার্স কলেজ
সংবর্ধনা
২০২৫

ঢাকা কমার্স কলেজ
সংবর্ধনা
২০২৫